# বারবধূ

A

উর্বশী চিত্রমের নিবেদন

# বারবধূ A

## সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে

**চিত্রনাট্য :** সুনীল গাঙ্গুলী ও বিজয় চট্টোপাধ্যায়

**অভিনয়ে :** সমিত ভঞ্জ, সোমা দে, রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত সেন, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, শোভা সেন, পদ্মা দেবী, শিপ্রা, কল্যাণী, রাজীব, অঞ্জন, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাবু গাংগুলি, সমী বসু, শোভিয়া, সঞ্জয়, রূপা, অলোক, লছমন, বন্দনা ও গীতা সিদ্ধার্থ (বম্বে)

●

চিত্রগ্রহণ : শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
শিল্পনির্দেশনায় : সুনীল সরকার
শব্দগ্রহণ : অমূল্য দাস, ইন্দু অধিকারী ও বলরাম বারুই
রূপসজ্জা : অনন্ত দাস

●

বারবধূ

## সহকারী বৃন্দ :

পরিচালনা : অর্চণ চক্রবর্তী, লক্ষণ দিবাকর
চিত্রগ্রহণ : পান্তু নাগ
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ মিশ্র
রূপসজ্জা : সমীর গাঙ্গুলী
শিল্পনির্দেশনা : বিশ্বনাথ দাস, চক্রধর মহাপাত্র
পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও
সাজসজ্জা : শ্যাম

●

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শান্তি ব্যানার্জী, রাম গোবিন্দ সিংহ, সত্যব্রত সরকার, অশোক বসু, দশরথ সিং, ফার্ম ইক্যুইপমেন্টস অ্যাণ্ড কেমিক্যালস্ সাপ্লাইজ সিণ্ডিকেট, মমতাশংকর, তনুশ্রীশংকর, রাধাকান্ত নন্দী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

●

**পরিবেশনা : বানসর ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স**
**প্রযোজনা : দেবব্রত সরকার**
**পরিচালনা : বিজয় চট্টোপাধ্যায়**

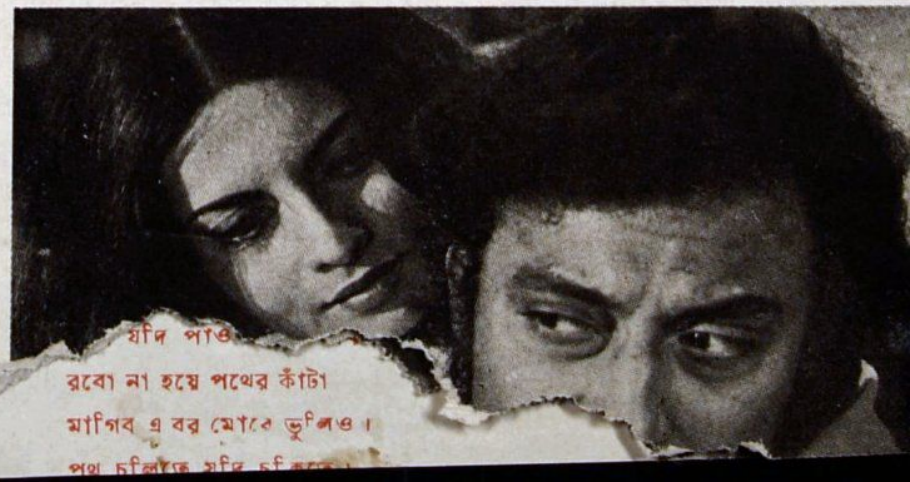

# বারবধূ

## ছবির সংক্ষিপ্ত কাহিনা

জমিদারী গেছে বহুকাল, কিন্তু জমিদারী চাল এখনো কোথাও কোথাও থেকে গেছে।

ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের প্রতিভূ প্রসাদ রায়, মদ আর মেয়েমানুষ তার পরিতৃপ্তি। সম্প্রতি তার নজর পড়েছে সোনাগাছির ডাকসাইটে মেয়েমানুষ লতার ওপর। লতাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করে পেতে ইচ্ছা হয় প্রসাদের। এক শীতের সকালে নির্জন প্রাসাদে এসে পৌঁছায় দুজনে, পাহাড় ঘেরা শান্ত পরিবেশে, পরিচিতের ভিড় থেকে দূরে।

সন্ধ্যা নামে। বড় ঘরে দেওয়ালগিরির মোমের আলো জ্বলে ওঠে। প্রসাদ রায় সেতার বাজায়। সুরের ছন্দে মেতে ওঠে মোহময়ী নারী। মোমবাতির মদির আলো ঝিকমিকিয়ে ওঠে লতার সল্মা বসানো ওড়নায়। সুরা আর সাকীতে সেই নিস্তব্ধ পাহাড়ী রাত্রিও মদালস হয়ে ওঠে।

দিনগুলি কাটে ঝিমঝিমিয়ে—ব্যাভিচা
এইভাবেই চলছিল, কি

প্রতিবেশীদের দলে মমতার সঙ্গে পরিচয় হয় প্রসাদের—তার জীবনেও পরম বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। এর আগে কত মেয়ের সান্নিধ্যেই তো এসেছে প্রসাদ; তাদের উত্তপ্ত ভালবাসার স্বাদ তাকে যতই উত্তেজিত করুক শেষ পর্যন্ত সমস্ত হিসেব হয় টাকা আনা-পয়সায়। কিন্তু মমতা এক স্নিগ্ধ অভিজ্ঞতা, শান্ত, সুশ্রী, সাধারণ মধ্যবিত্ত এক মেয়ে, প্রসাদ রায়কে নিরন্তর আকর্ষণ করে, অথচ কাছে গেলেই এক কঠিন আবরণে প্রতিহত হতে হয়।

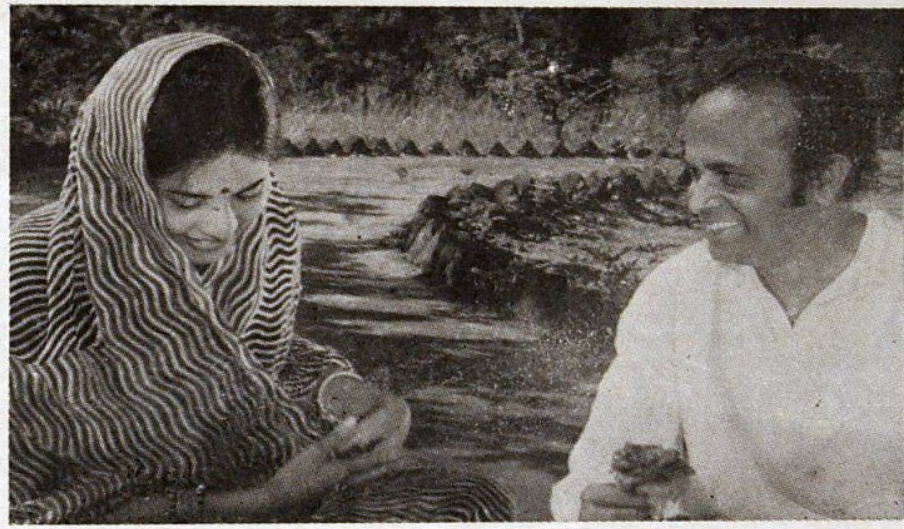

নতুন করে আসর সাজায় প্রসাদ—স্ফূর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে চায়, কিন্তু সঙ্গিনী লতার উৎসাহে যেন ভাঁটা পড়েছে। এই নিয়ে বচসা হয় দুজনের। রুখে ওঠে লতা। বলে—"তোমার কাছে বাঁধা থাকবো বলে আসিনি, তুমিই সেধেছিলে—মনে আছে—।"

এদিকে প্রসাদ আর মমতাকে প্রতিদিন দেখা যায় নানা জায়গায় একসঙ্গে। মমতাকে ঘিরে আছে এক ট্র্যাজেডি। প্রসাদ জানতে চায় মমতার পুরানো সব কথা।

নাটক ক্রমশ জটিল হয়। লতা তার সংকীর্ণ জীবনের পরিধি অতিক্রম করে বহু মানুষের সহজ মেলা-মেশার প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্পূর্ণ বিশ্বাসে সে তার বর্তমান মুহূর্তগুলো আকড়ে ধরতে চায়—শুধু অভিনয় করে নয়, জীবনের চরম সত্য হিসেবে।

তাকে কি আবার ফিরে যেতে হবে সেই অন্ধকারময় অতীতে?

# বারবধূ

## ছবির গান

### এক

চোখ গেল, চোখ গেল কেন ডাকিস রে
চোখ গেল পাখী,
তোর চোখে কাহারও চোখ পড়েছে নাকিরে
চোখ গেল পাখী।

তোর চোখের বালির জ্বালা জানে সবাইরে,
জানে সবাই,
চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাইরে
তার ওষুধ নাই।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় তাহার আঁখীরে
চোখ গেল পাখীরে।

●

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম
নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

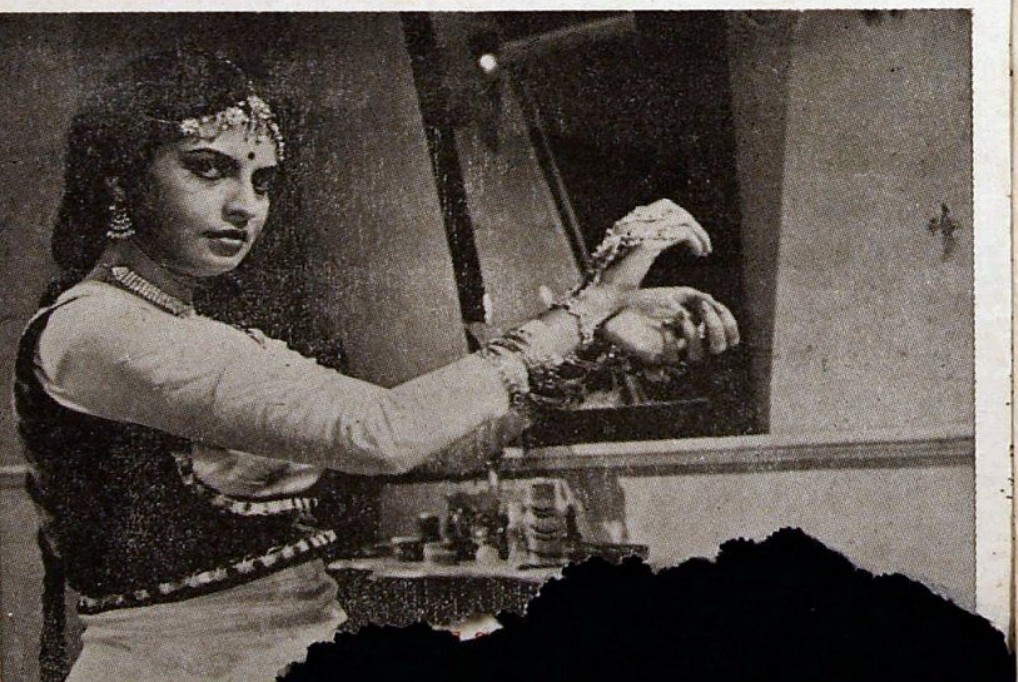

### দুই

পথ চলিতে যদি চকিতে
কভু দেখা হয় প্রিয়,
চাহিতে যেমন আগের মতন,
তেমনি মদির চোখে চাহিও
পথ চলিতে যদি চকিতে
যদি গো সেদিন চোখে আসে জল
লুকাতে সে জল করিও না ছল,
যে প্রিয় নামে ডাকিতে মোরে
সে নাম ধরে বারেক ডাকিও
পথ চলিতে যদি চকিতে
বিরহ বিধুর মোরে চাহিয়া
ব্যথা যদি পাও যাবো সরিয়া
রবো না হয়ে পথের কাঁটা
মাগিব এ বর মোরে ভুলিও।

গ্রামবাংলার এক অলৌকিক লোকগাথ

# শঙ্খ দিঘী

রঙিন

পরিচালনা / দেবব্রত সরকার